উসূলুল ঈমান

(ইসলামের মৌলিক আকিদা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি)

খণ্ড–৩

ফেরেশতা, আসমানি কিতাব ও নবি-রাসূলগণের ওপর ঈমান,
মি'আরে হক, সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের মর্যাদা

ড. আহমদ আলী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান

ফেরেশতার পরিচয় **১৮**
নুরের তৈরি ১৯
আকৃতি ২০
ফেরেশতাগণের নানা রূপ ধারণ ২৪
বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন আবদ (বান্দা) ২৫
ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনার মর্ম **২৭**
ফেরেশতাগণের ওপর ঈমানের দাবি ২৮
ফেরেশতাগণের সংখ্যা **৩০**
ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িত্ব **৩১**
আল্লাহ তাআলার যিকর ও তাসবীহ ৩১
জগতের কার্যনির্বাহ ও পরিচালনা ৩১
ফেরেশতাবিষয়ক ভ্রান্ত চিন্তা **৪৩**
ফেরেশতাগণের নুরসংক্রান্ত বিভ্রান্তি ৪৩
ফেরেশতাগণকে মানুষের খাদিম মনে করা ৪৫
ফেরেশতাগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস ৪৬
ফেরেশতাগণের সুপারিশ প্রসঙ্গ ৪৬
ফেরেশতাগণের ওপর ঈমানের সুফল ও কল্যাণ **৪৯**

আল্লাহ তাআলার কিতাবসমূহের ওপর ঈমান

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার মর্ম **৫৩**
সকল আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান ৫৪
পরিজ্ঞাত ও অজ্ঞাত—সকল কিতাবের প্রতি ঈমান ৫৬
পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর বিদ্যমান সংস্করণের ব্যাপারে ঈমানের ধরন ৫৮
সর্বশেষ কিতাবরূপে ‘আল-কুরআন’-এর প্রতি ঈমান ৬৪
আল-কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ **৬৬**
সর্বজনীন ও চিরন্তন ৬৬
স্থায়ী মুজিযা ৬৮
সংরক্ষণ ৭৮

পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ৮০
কুরআনের অংশবিশেষ অস্বীকার কুফর ৮২
বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, লুকানো ও বিভেদ তৈরি হারাম ৮৫
কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবি ৮৭
নিয়মিত তিলাওয়াত ৮৭
কুরআনের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা ৮৮
কুরআনের শিক্ষা মেনে চলা ৯২
সমাজে কুরআনের বিধিবিধান বাস্তবায়ন ৯৩
কুরআনবিষয়ক ভ্রান্তি ৯৪
কুরআনকে মাখলুক (সৃষ্ট) মনে করা ৯৪
যাহিরের পরিপন্থি বাতিনী অর্থ ৯৮
কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা ১০৩

নবি-রাসূলগণের ওপর ঈমান

নবি-রাসূলগণের পরিচয় ১০৮
নবি ও রাসূল ১০৮
নবি-রাসূলগণের সংখ্যা ১১৪
নবি-রাসূলগণের নাম ১১৮
মর্যাদাগত তারতম্য ১২৪
নবি-রাসূলগণের ওপর ঈমান আনার মর্ম ১৩২
নুবুওয়াত ও রিসালত আল্লাহর একান্ত মনোনয়ন ১৩২
সকল নবি-রাসূলের ওপর ঈমান ১৩৩
নবি-রাসূলগণের প্রচারিত বাণীগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করা ১৩৫
নবি-রাসূলগণের আনুগত্য করা ১৩৬
নবি-রাসূলগণকে ভালোবাসা, সম্মান করা ১৩৮
নবি-রাসূলগণের সাধারণ গুণাবলি ১৪০
মানবীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ ১৪০
পুরুষ ১৪১
আল্লাহ তাআলার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আব্দ ১৪৩
নবি-রাসূলগণের দাওয়াত অভিন্ন, শরিয়াত ভিন্ন ১৪৫
নবি-রাসূলগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৪৮
মনোনীত ব্যক্তিবর্গ ১৪৮

নবি-রাসূলগণ মাসুম	১৪৯
কবরে দেহের সুরক্ষা	১৫৯
কবরে জীবিত	১৬০
চোখ ঘুমায়; অন্তর ঘুমায় না	১৬৪
মৃত্যুর সময় ইখতিয়ার	১৬৫
মৃত্যুর স্থানে দাফন	১৬৫
পরিত্যক্ত সম্পদ সাদাকা	১৬৬
নবি-রাসূলের স্ত্রীগণ অন্যদের জন্য হারাম	১৬৬
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ ফজিলত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ	**১৬৯**
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, নবিগণের সর্দার	১৬৯
সর্বজনীন রিসালত	১৭১
সর্বশেষ নবি	১৭২
দ্বীনের পরিপূর্ণতা সাধন	১৮২
শাফা'আতে কুবরা	১৮৪
শত্রুর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার	১৮৬
সমস্ত জমিন পবিত্র ও সালাতের জায়গা	১৮৭
গনীমতের মাল ভক্ষণ হালাল	১৮৮
রাসূলুল্লাহ (সা.)-বিষয়ক ভ্রান্ত চিন্তা	**১৮৯**
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহর নুরের তৈরি মনে করা	১৯৩
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গাইবি ইলম প্রসঙ্গ	২২৬
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাজির-নাজির প্রসঙ্গ	২৪৬
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জগতের নিয়ন্ত্রণকারী মনে করা	২৬৫
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতা-মাতা মুমিন হওয়া প্রসঙ্গ	২৭৯
আহলে বাইত	**২৮৮**
আহলে বাইতের পরিচয়	২৮৮
আহলে বাইতের মর্যাদা	২৯৪
আহলে বাইতবিষয়ক সীমালঙ্ঘন	২৯৮
আহলে বাইতের দিকে নিজের সম্বন্ধারোপ করার মিথ্যা প্রবণতা	৩০২
সাহাবায়ে কিরাম	**৩০৫**
পরিচয়	৩০৫
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা	৩০৮
সাহাবায়ে কিরামের ইসমত প্রসঙ্গে	৩১৩

সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা প্রসঙ্গে ৩১৭
মি'আরে হক ৩২৭

মুজিযা, কারামত ও ইস্তিদরাজ ৩৪১

মুজিযা ৩৪১
মিরাজ কি আত্মিক নাকি শারীরিক ৩৪৮
মিরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান ৩৫৩
কারামত ৩৫৬
ইস্তিদরাজ ৩৫৯
কারামত-বিলায়তের পরিচায়ক নয় ৩৬১

ফেরেশতার পরিচয়

ফেরেশতা শব্দটি ফারসি। আরবীতে এর প্রতিশব্দ হলো مَلَك (মালাক)। এর বহুবচন ملائكة।[১] অধিকাংশের মতে, مَلَك শব্দটি ألوكة শব্দ থেকে গৃহীত; এতে ‘হামযা’ ধাতুস্থিত মূলবর্ণ এবং ‘মীম’ বর্ণটি অতিরিক্ত। এ ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা অনুসারে مَلَك শব্দটি মূলত مألك ছিল। পরে مألك শব্দটির হামযাকে স্থানান্তরিত করত ملأك-এ, তারপর বহুল প্রচলনের ফলে হামযা লোপ পেয়ে ملك-এ রূপান্তরিত হয়। ألوكة ও مألك-এর মূল অর্থ হলো—رسالة অর্থাৎ বার্তা। আবু ইসহাক (রহ.) বলেন, ملأك-এর অর্থ হলো صاحب رسالة অর্থাৎ বার্তাবাহী, দূত। ফেরেশতারা যেহেতু বান্দাদের কাছে, বিশেষ করে নবি-রাসূলগণের কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা বহনের দায়িত্ব পালন করেন, এ কারণেই তাদেরকে ملائكة বলা হয়।[২] এ অর্থে তাঁদেরকে رسول (বার্তাবাহী)[৩], مرسل (প্রেরিত)[৪] ও سفرة (দূত)[৫] বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

কারও কারও মতে, مَلَك শব্দটি مُلْك থেকে উদ্ভূত; ‘হামযা’ বর্ণটি অতিরিক্ত এবং ‘মীম’ ধাতুস্থিত মূলবর্ণ। مُلْك-এর মূল অর্থ হলো : রাজত্ব, রাজ্যের শাসনাধিকার।

ফেরেশতাগণের একটি বড়ো অংশ যেহেতু জগতের শাসন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাই তাঁদেরকে বলা হয় مَلَك। আর এ অর্থে মানুষের মধ্যে যারা রাজ্যের শাসন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়োজিত থাকে, তাদেরকে বলা হয় مَلِك।[৬] কারও মতে, مُلْك শব্দের অর্থের মধ্যে কোনো কিছু শক্ত ও কঠোরভাবে ধারণ ও পরিচালনার অর্থ নিহিত রয়েছে। ফেরেশতাগণ যেহেতু আসমান ও জমিনের ব্যবস্থাপনাগত যেসব গুরুদায়িত্ব ও কর্ম পালন করেন, তাতে প্রচণ্ড দৃঢ়তা ও শক্তির প্রয়োজন রয়েছে; তদুপরি তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছেন; তাঁরা যাকে পাকড়াও করেন, তাকে অতি শক্ত ও কঠোরভাবে পাকড়াও করেন, তাই তাঁদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয়।[৭] পবিত্র কুরআনে জাহান্নামের

---

[১] বহুবচনে ঃ বর্ণটি শব্দের অর্থগত আধিক্য (مبالغة) বোঝানোর উদ্দেশ্যেও বৃদ্ধি করা হতে পারে কিংবা বহুবচন শব্দের লিঙ্গগত দিককে তাগিদ করার উদ্দেশ্যেও বৃদ্ধি করা হতে পারে। (কুরতুবী, *আল-জামি‘ লি আহকামিল কুরআন*, খ. ১, পৃ.-২৬৩)

[২] তাবারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ.-৪৪৫-৭; কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ.-২৬২-৩; বায়দাভী, *আনওয়ারুত তানযীল*, পৃ.-২৭৭; ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর*, খ. ১, পৃ.-৫৮-৯।

[৩] দ্র. আল-কুরআন, ৩৫:১; ২২:৭৫; ৬:৬১; ৭:৩৭; ১০:২১; ৪৩:৮০; ১১:৬৯, ৮১; ২৯:৩১; ১৯:১৯।

[৪] দ্র. আল-কুরআন, ১৫ : ৫৭, ৬১।

[৫] দ্র. আল-কুরআন, ৮০:১৫।

[৬] রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গরীবিল কুরআন*, পৃ.-৪৭৩; মুরতাদা আয-যুবাইদী, *তাজুল ‘আরূস*, পৃ.-৬৭৯৩।

[৭] আবু সাইফ আল-জুহানী, *মুহাদারাতুন ফিল ঈমান বিল মালা’য়িকাহ*, পৃ.-৫।

প্রহরায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এভাবে—غِلَاظٌ شِدَادٌ অর্থাৎ অত্যন্ত কঠোর ও শক্ত।[৮]

ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহ তাআলার গাইবি (অদৃশ্য) জগতের[৯] এক বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং তাঁর অতি সম্মানিত ও পুণ্যবান বান্দা। নিম্নে কুরআন ও হাদিসের আলোকে তাঁদের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

নুরের তৈরি

ফেরেশতারা একটি স্বতন্ত্র সত্তা—সূক্ষ্ম হোক কিংবা স্থূল।[১০] আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নুর থেকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ-

"ফেরেশতাগণকে নুর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনদেরকে নির্ধূম আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে এমন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।"[১১] অর্থাৎ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সম্ভবত ফেরেশতাগণ নুর থেকে সৃষ্ট হবার কারণে জৈবিক প্রয়োজন ও চাহিদা থেকে মুক্ত হন, তাঁদের পানাহার, ঘুম-বিশ্রাম, বিবাহ-শাদি কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়ে না।

উল্লেখ্য, যে নুর থেকে ফেরেশতাগণের সৃষ্টি করা হয়েছে—সেই নুরের প্রকৃতি ও গুণাগুণ কেমন? এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো রিওয়ায়ত থেকে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না।[১২] কাজেই এ ব্যাপারে তেমন কিছু অনুসন্ধানের পরিবর্তে নীরব থাকাই শ্রেয়।

---

৮ আল-কুরআন, ৬৬ (সূরা আত-তাহরীম) : ৬।

৯ মানুষের দৃষ্টি, শ্রবণ ও চিন্তার অন্তর্ভূত জগতের বাইরেও আল্লাহর এক বিশাল জগৎ রয়েছে, যা গাইবি (অদৃশ্য) জগৎ নামে খ্যাত। ফেরেশতাগণ হলেন এ জগতের অংশ। এ জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের একমাত্র মাধ্যম হলো ওহী। মানুষের সীমাবদ্ধ অনুভূতি বা বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রয়োগ করেও এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না।

১০ ফেরেশতাগণ কি সূক্ষ্ম নাকি স্থূল অবয়বসম্পন্ন—এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর সালাফে সালিহীনের বর্ণনাসমূহে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা সাধারণত কুরআন ও হাদিসসমূহে যেভাবে তাঁদের পরিচয় এসেছে—তা-ই একান্ত সরলভাবে বিশ্বাস করতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নিতেন না। পরবর্তীকালে মুতাকাল্লিমগণ (মুসলিম দার্শনিকগণ) তাঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, ফেরেশতাগণ হলেন নুর থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম অবয়বসম্পন্ন সত্তা। সা'দুদ্দীন মাস'উদ আত-তাফতাযানী (রাহ.) বলেন—

أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة

"ফেরেশতাগণ নুর থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম অবয়ব (সম্পন্ন), যারা নানা আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম।" (তাফতাযানী, সা'দুদ্দীন মাস'উদ, *শারহুল মাকাসিদ ফী 'ইলমিল কালাম*, খ. ২, পৃ.-৫৪)

১১ মুসলিম, *আস-সহিহ*, অধ্যায় : আযযুহদ ওয়ার রাকায়িক, হা. নং ১১/৭৬৮৭।

১২ এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো কিতাবে অনির্ভরযোগ্য সূত্রে কয়েকটি রিওয়ায়ত পাওয়া যায়। এগুলো মাওযূ (জাল) কিংবা অত্যন্ত দুর্বল। তদুপরি এগুলো পরস্পর বিরোধীও। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, আবু সাইফ আল-জুহানী প্রণীত *মুহাদারাতুন ফিল ঈমান বিল মালা'য়িকাহ*, পৃ.-১৫-১৭।

ফেরেশতাগণের আকৃতি

ফেরেশতাগণের প্রকৃত আকৃতি কেমন—তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে তাঁরা যেকোনো আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম। তাঁদের আকৃতি সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাঁদের ডানা রয়েছে, কারও কম, কারও বেশি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-
>
> "সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাগণকে দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার ডানাবিশিষ্ট বাণীবাহক দূত বানিয়েছেন। তিনি তাঁর (এ) সৃষ্টির মধ্যে (আরও) যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১৩]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণ ডানাবিশিষ্ট; তবে তাঁদের ডানার প্রকৃতি কেমন এবং কার কতটি ডানা রয়েছে—সে সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময় জিবরীল (আ.)-কে দেখেছেন এবং এর বর্ণনা তাঁর সাহাবিগণের কাছে দিয়েছেন; তবে এ জাতীয় হাদিসগুলোতেও জিবরীল (আ.)-এর পূর্ণ আকৃতির বর্ণনা নেই। একটি হাদিসে এসেছে, জিবরীল (আ.)-এর ৬০০টি ডানা রয়েছে। সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ-"নবি করীম (সা.) জিবরীল (আ.)-কে দেখতে পান। তাঁর ছিল ৬০০টি ডানা।"[১৪]

অন্য একটি হাদিস থেকে তাঁর আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বিশিষ্ট তাবি'ঈ মাসরূক (রহ.) বলেন—

> كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي أَلَمْ يَقُلْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ } { وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى } فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ...
>
> "একবার আমি উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, হে আবু আয়িশা (মাসরূক)! তিনটি কথা, তন্মধ্যে যেকোনো একটি কথা কেউ বলে, সে আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচার করল। আমি আরয করলাম, সে তিনটি কথা কী

---

১৩ আল-কুরআন, ৩৫ (সূরা ফাতির) : ১।

১৪ বুখারি, *আস-সহিহ*, হা. নং ২২৯৩, ৪৪৭৮, ৪৪৭৯; মুসলিম, *আস-সহিহ*, হা. নং : ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫।

কী? তিনি জবাব দিলেন, যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর রব্বকে দেখেছিলেন, তাহলে সে আল্লাহর নামে মিথ্যাচার করল। রাবী মাসরূক (রহ.) বলেন, আমি তখন হেলান দিয়ে বসা ছিলাম। তাঁর এ কথায় আমি ওঠে বসলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, উম্মুল মুমিনিন! আপনি আমাকে (কথা বলার) সুযোগ দিন, আমার আগেই আপনার কথা দ্রুত শেষ করবেন না। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, 'তিনি তো তাঁকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখতে পেয়েছিলেন' (৮১ :২৩); 'নিশ্চয় তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন' (৫৩ :১৩)? আয়িশা (রা.) বললেন, এ উম্মতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার এ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন, 'এ হলো জিবরীল (আ.)-এর কথা। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, সেই আকৃতিতে এ দুবার[১৫] ছাড়া আর কখনো আমি তাঁকে দেখতে পাইনি। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি আসমান থেকে নেমে আসছেন। (তাঁর আকৃতি এতই বিশাল যে,) তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সবকিছু অবরুদ্ধ করে দিয়েছেন।...'"[১৬]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام مُنْهَبِطًا قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسٍ مُعَلَّقًا بِهِ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ-

"আমি জিবরীল (আ.)-কে অবতরণ করতে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী পুরো জায়গা ঘিরে রেখেছিলেন, তাঁর গায়ে ছিল রেশমের মসৃণ কাপড়, আর এর সাথে জড়ানো ছিল মোতি ও ইয়াকুত পাথর।"[১৭]

অন্য এক হাদিসে এসেছে, যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন জিবরীল (আ.)-কে বিশাল আকৃতিতে দেখে বিস্ময়াভিভূত হলেন, তখন জিবরীল (আ.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

يا محمد ، لو رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر ألف جناح منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وإن العرش لعلى كاهله..

"হে মুহাম্মাদ, যদি আপনি ইসরাফীলকে দেখতে পেতেন, (তবে আপনার বিস্ময়ের মাত্রা আরও অনেক বেড়ে যেত)! তাঁর ১২ হাজার ডানা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ডানা পূর্ব প্রান্তে, আর একটি ডানা পশ্চিম প্রান্তে। আর আরশ তাঁর কাঁধের ওপর।..."[১৮]

---

[১৫] প্রথমবার দর্শন সংঘটিত হয় জমিনে ওহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থায়। এ দর্শনের পর তাঁর কাছে সূরা মুদ্দাছছির-এর প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়। দ্বিতীয়বার দর্শন সংঘটিত হয় মিরাজের রাতে আসমানে সিদরাতুল মুনতাহায়।

[১৬] মুসলিম, *আস-সহিহ*, হা. নং ২৫৯।

[১৭] আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং ২৪৯২৯; ইবনু রাহাওয়াইহ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং ১৪২৮; বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শু'আইব আল-আরনাউত (রাহ.) বলেন, হাদিসটির وَعَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسٍ.. ছাড়া বাকি অংশ সহিহ, আর এ অংশটি সহিহ লি-গাইরিহী।

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতার আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে বলেন—

اِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ اُذُنِهِ اِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ-

"তাঁর কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব সাতশত বৎসরের রাস্তার দূরত্বের সমান।"[১৯]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

أُذِنَ لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه فى الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شَحْمَةِ أُذُنِهِ وعاتقه خَفَقَان الطير سبعمائة عام-

"আমাকে আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের মধ্যে একজনের আকৃতির বিশালত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে অনুমতি দেওয়া হয়। তার দুই পা হলো জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে আর তার শিঙের ওপর হলো আরশ। তাঁর কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্বের পরিমাণ পাখির সাতশত বৎসরের দ্রুত উড্ডয়নের পথের দূরত্বের সমান।"[২০]

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য নেই, তাঁরা পুরুষও নন, আবার নারীও নন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলে বিশ্বাস করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا-

"তোমাদের রব্ব কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান নির্ধারণ করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর গর্হিত কথাবার্তা বলছ।"[২১]

ফেরেশতাগণের নানা রূপ ধারণ

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় অবস্থার চাহিদা অনুসারে নানা দেহ ও রূপ ধারণ করতে পারেন। বিভিন্ন হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরীল (আ.) ও অন্য ফেরেশতাগণের যে আকার-আকৃতির বিবরণ পেশ করেছেন, তা তিনি বিভিন্ন সময়ে ফেরেশতাগণের যে আকার-আকৃতিতে দেখেছেন সে বিবরণই পেশ করেছেন। তা তাঁদের পূর্ণ ও আসল আকার-আকৃতি নয়। বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়, তাঁরা বিভিন্ন আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও পূর্ববর্তী নবিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। মানুষের আকৃতিতেও ফেরেশতাগণ নবিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। সাইয়িদুনা ইবরাহীম (আ.), লুত (আ.), মারইয়াম (আ.)[২২], সাইয়িদুনা মুসা (আ.) এবং অন্য নবিদের সাথে মানব আকৃতিতে ফেরেশতাগণের সাক্ষাতের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা

---

[১৮] ইবনুল মুবারক, *আয-যুহদ*, হা. নং ২২১; কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১৪, পৃ.-৩২১; হাদিসটি 'মুরসাল'।

[১৯] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সুন্নাহ, পরিচ্ছেদ : আলজাহমিয়্যাহ, হা. নং ১৯/৪৭২৯; হাদিসটি সহিহ।

[২০] তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং ৬৫০৩; হাদিসটি সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল।

[২১] আল-কুরআন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা) : ৪০।

[২২] আল-কুরআন, ১৯ (সূরা মারইয়াম) :১৭।

যায়। হাদিসেও এসেছে, জিবরীল (আ.) কখনো কখনো মানুষের রূপ ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হতেন। কখনো তিনি মানুষের বেশে ওহী নিয়ে আসতেন। প্রসিদ্ধ 'হাদিসে জিবরীল' থেকে জানা যায়, জিবরীল (আ.) কখনো মানুষের ছদ্মবেশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বসে সাহাবিগণের সামনে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, যাতে উপস্থিত সাহাবিগণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ জানতে পারেন। যতটুকু জানা যায়, অধিকাংশ সময় তিনি সাইয়িদুনা দিহইয়াহ আল-কালবী (রা.)-এর বেশ ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসতেন।[২৩] সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন—

وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ-

"জিবরীল (আ.) নবি করীম (সা.)-এর কাছে দিহইয়াহ (রা.)-এর আকৃতিতে আসতেন।"[২৪]

মোটকথা হলো, নবি-রাসূলগণ ফেরেশতাগণের যেসব আকৃতিতে দেখেছেন, সেটা সাধারণত তাদের আসল আকৃতি নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরীল (আ.)-কে তাঁর আসল রূপে দুবার দেখেছেন বলে হাদিসে উল্লেখ থাকলেও তাঁর আকৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না।

বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন আবদ (বান্দা)

ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহ তাআলার একান্ত বাধ্যগত বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন বান্দা। আল্লাহ তাআলা তাঁদের এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁদের স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কোনো বিধান লঙ্ঘন করার ও ভুলত্রুটিতে লিপ্ত হবার যোগ্যতা রাখেননি। এ কারণে তাঁরা কোনো পাপেও লিপ্ত হন না এবং ভুলত্রুটিও করেন না। তাঁরা সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং সৃষ্টিজগতে তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নে রত থাকেন। মক্কার কাফিররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা-সন্তান বলে বিশ্বাস করত, তাঁদের ইবাদত করত এবং দাবি করত যে, তাঁদের ইবাদত করলে তাঁরা খুশি হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন। তাদের এরূপ ধারণা খণ্ডন করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ- لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ-

"(এ মূর্খ) লোকেরা বলে, রহমান (ফেরেশতাগণের নিজের) সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি (এসব থেকে) মহাপবিত্র; বরং তাঁরা হচ্ছে সম্মানিত বান্দা। তাঁরা (কখনো) তাঁর সামনে আগে বেড়ে কথা বলে না, তাঁরা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। তাঁদের সামনে-পেছনে যা আছে তা সবই তিনি জানেন। তারা তাঁর (আল্লাহ তাআলার) সমীপে সেসব লোক

---

[২৩] ইবনু বাত্তাল, *শারহুল সাহীহিল বুখারি*, খ. ১০, পৃ.-৫১১।

[২৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদ 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমর (রা.), হা. নং ৫৮৫৭; হাদিসটি সহিহ।

ছাড়া অন্য কারও জন্যই সুপারিশ করে না, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তারা (নিজেরাও সর্বদা) তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।"[২৫]

এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদেরকে নানা মর্যাদা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছেন। যেমন : المقربون (সান্নিধ্যপ্রাপ্ত), كرام (সম্মানিত), بررة (পূত চরিত্রসম্পন্ন), الملأ الأعلى (এলিট, উৎকৃষ্ট শ্রেণি), المكرمون (সম্মানিত) ও جنود الله (আল্লাহর বাহিনী) প্রভৃতি। তাঁদের এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁদের সুমহান মর্যাদা ও অবস্থানের কথা জানা যায়।[২৬]

[২৫] আল-কুরআন, ২১ (সূরা আল-আম্বিয়া) : ২৬-৮।

[২৬] দ্র. আল-কুরআন, ৪:১৭২; ৮২:১১; ৮০:১৬; ৫১:২৪; ৩৭:৮; ৭৪:৩১; ৩৩:৯; ৪৮:৪,৭;...।

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনার মর্ম

'ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান' আনয়নের তাৎপর্য হলো—এ মর্মে বিশ্বাস পোষণ করা যে, ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাঁরা ঠিক সেই রকমই, যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁদের বর্ণনা দিয়েছেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উছাইমীন (রহ.) বলেন, ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

এক. এই মর্মে বিশ্বাস পোষণ করা যে, ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব রয়েছে, তারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং তাঁর একান্তই বাধ্যগত ও নিয়ন্ত্রণাধীন।

দুই. কুরআন ও হাদিস থেকে যেসব ফেরেশতার নাম জানা গেছে তাদের নামের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন : জিবরীল (আ.), মিকাঈল (আ.), ইসরাফীল (আ.), মালিক (আ.), রিদ্ওয়ান (আ.) প্রমুখ। আর যাদের নাম জানা যায়নি, তাঁদের প্রতি সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস পোষণ করা।

তিন. কুরআন ও হাদিস থেকে যেসব ফেরেশতার কিছু কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গেছে—সেসবের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন, হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, জিবরীল (আ.)-এর দিগন্ত বিস্তৃত ছয়শত ডানা রয়েছে, কখনো ফেরেশতা আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের আকৃতি ধারণ করেন।

চার. কুরআন ও হাদিস থেকে ফেরেশতাগণের যেসব কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানা গেছে—সেসবের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন : নবি-রাসূলগণের প্রতি ওহী বহনের দায়িত্বে আছেন জিবরীল (আ.); কিয়ামতের দিন শিঙায় ফুঁ দেওয়ার দায়িত্বে আছেন ইসরাফীল (আ.); বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে আছেন মিকাঈল (আ.); মৃত্যুর সময় জান কবযের দায়িত্বে আছেন মালাকুল মাওত (আ.)।[২৭]

বিশিষ্ট মুফাসসির ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) বলেন, ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি দিক রয়েছে :

এক. এ মর্মে বিশ্বাস পোষণ করা যে, ফেরেশতাগণ একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, সত্তা।

দুই. এ মর্মে বিশ্বাস পোষণ করা যে, ফেরেশতাগণ হলেন মাসুম (নিষ্পাপ) ও পূতপবিত্র। আল্লাহ তাআলার যিকর ও ইবাদতই হলো তাঁদের একান্ত মজ্জাগত ও রুচিসিদ্ধ বিষয়।

তিন. এ মর্মে বিশ্বাস পোষণ করা যে, ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার মাধ্যম। তাঁরা জগতের কোনো না কোনো কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

---

[২৭] ইবনু উছাইমীন, *শারহু ছালাছাতিল ঈমান*, পৃ.-৬৪-৫।

চার. এ মর্মে বিশ্বাস পোষণ করা যে, আসমানি কিতাবগুলো ফেরেশতাগণের মাধ্যমেই নবি-রাসূলগণের নিকট পৌঁছেছে।[২৮]

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমানের দাবি

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমানের একটি প্রধান দাবি হলো—তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও আদব রক্ষা করে চলা। যেমন : পেঁয়াজ ও রসুন প্রভৃতি বস্তু খেয়ে মসজিদে উপস্থিত না হওয়া[২৯]; সালাতরত অবস্থায় ডান দিকে থুতু না ফেলা[৩০]; ঘরে প্রাণীর চিত্র ও কুকুর না রাখা[৩১]; সম্মানের সাথে তাঁদের নাম উল্লেখ করা (যেমন : তাঁদের নাম উল্লেখ করার পর তাঁদের জন্য সালাত ও সালাম পড়া[৩২]) প্রভৃতি।

---

[২৮] ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, খ. ৭, পৃ.-১১৫।

[২৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

مَنْ اَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ – فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَاَذَّى مِمَّا يَتَاَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

"যে ব্যক্তি পেঁয়াজ, রসুন ও লীক ভক্ষণ করে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা, যেসব বস্তু দ্বারা আদমসন্তানরা কষ্ট পায়, তা দ্বারা ফেরেশতাগণও কষ্ট পেয়ে থাকে।" (মুসলিম, *আস-সহিহ*, অধ্যায় : আল-মাসাজিদ.., হা. নং ১৮/১২৮২)

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যাতে ফেরেশতাগণ কষ্ট পেয়ে থাকেন।

[৩০] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

ِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ عَمَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَن يَمِينِهِ فَاِنَّ عَن يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَن يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا

"যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, সে যেন তার সামনের দিকে থুতু না ফেলে। কেননা, সে যতক্ষণ মুসাল্লায় থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাআলার সাথে মুনাজাতে রত থাকে। অনুরূপভাবে সে যেন তার ডান দিকেও থুতু না ফেলে। কেননা, তার দিকে একজন ফেরেশতা থাকেন। সে তার থুতু তার বাম দিকে ফেলতে পারে কিংবা তার পায়ের নিচে ফেলতে পারে এবং সে তা মাটিতে অন্তর্হিত করবে।" (বুখারি, *আস-সহিহ*, অধ্যায় : আসসালাত, হা. নং ৬/৪০৬)

এ হাদিসে ফেরেশতাগণের সাথে আদব রক্ষা করে চলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

[৩১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ

"ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যেখানে কোনো কুকুর থাকে কিংবা (প্রাণীর) চিত্র থাকে।" (বুখারি, *আস-সহিহ*, অধ্যায় : আললিবাস, হা. নং ৮৫/৫৬০৫)

[৩২] ইমাম নববী (রাহ.) বলেন, ফেরেশতাগণের নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে তাদের ওপর সালাত ও সালাম পড়া মুস্তাহাব। (নববী, *আল-আযকার*, পৃ.-১১৮)

ফেরেশতাগণের সংখ্যা

ফেরেশতাগণ সংখ্যায় কত—তা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ জানেন না। বিভিন্ন হাদিস থেকে কেবল এতটুকুই জানা যায় যে, তাঁরা সংখ্যায় এত প্রচুর যে, যা আল্লাহ ছাড়া কারও পক্ষে গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) মিরাজের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

... فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ -

"...অতঃপর আমার জন্য আল-বায়তুল মা'মূর ঊর্ধ্বে ওঠানো হলো। আমি জিবরীল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাব দিলেন, এটা হলো আল-বায়তুল মা'মূর, এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করেন। একবার যারা এখানে সালাত আদায় করে বের হন, তাঁরা সর্বশেষ পর্যন্ত আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে পারেন না।"[৩৩]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ -

"আমি এমন কিছু দেখতে পাই, যা তোমরা দেখতে পাও না, আর এমন কিছু শুনতে পাই, যা তোমরা শুনতে পাও না। আকাশ ভারে কাতরাচ্ছে। আর সে কাতরাবে—এটাই তার জন্য স্বাভাবিক। কারণ, এর প্রতি চার আঙুল পরিমাণ জায়গায় এক একজন ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কপাল রেখে সিজদাবনত রয়েছে।"[৩৪]

ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িত্ব

ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িত্বগুলোকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

আল্লাহ তাআলার যিকর ও তাসবীহ

---

[৩৩] বুখারি, *আস-সহিহ*, অধ্যায় : বাদউল খাল্ক, হা. নং ৬/৩০৩৫; মুসলিম, *আস-সহিহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, হা. নং ৭৬/৪৩৪; মাতন সহীহুল বুখারি।

[৩৪] তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : যুহদ, হা. নং ৯/২৩১২।

ফেরেশতাগণের মধ্যে একটি শ্রেণি সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তাসবীহরত অর্থাৎ তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁর ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন এবং অবিরত তাঁর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। এঁদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ- يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ-

"আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তো তাঁর (কর্তৃত্বাধীন)। তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে যেসব (ফেরেশতা) আছে তাঁরা কখনোই তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে অহংকার দেখায় না, তারা কখনো ক্লান্তিও বোধ করে না। তাঁরা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন। তাঁরা কখনোই কোনো অলসতা করে না।"[৩৫]

ফেরেশতাগণের মধ্যে এঁরাই হলেন অতি উঁচু স্তরের এবং আল্লাহ তাআলার পরম সান্নিধ্যপ্রাপ্ত।

জগতের কার্যনির্বাহ ও পরিচালনা

ফেরেশতাগণের মধ্যে অপর একটি শ্রেণি আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত নিয়তি ও নির্দেশ অনুসারে আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। এঁদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ-

"আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না, তারা তা-ই করে যা তাদেরকে করার জন্য আদেশ করা হয়।"[৩৬]

এঁদেরকে আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের 'কর্মব্যবস্থাপক' (الْمُدَبِّرَات)[৩৭] ও কর্মবণ্টনকারী (الْمُقَسِّمَات)[৩৮] বলা যায়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্ব ও নির্দেশাবলি তাঁরা পালন করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আসমানসমূহে নিয়োজিত রয়েছেন, আবার অনেকেই জমিনের নানা দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।[৩৯] আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا-...وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا- فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا- فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا-

---

[৩৫] আল-কুরআন, ২১ (সূরা আল-আম্বিয়া) : ১৯-২০; আরও দ্র. ৭:২০৬।

[৩৬] আল-কুরআন, ৬৬ (সূরা আত-তাহরীম) : ৬।

[৩৭] মুফাসসিরগণের মতে, আল্লাহ তাআলার বাণী فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (৭৯:৫)-এর মধ্যে الْمُدَبِّرَاتِ দ্বারা ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে।

[৩৮] মুফাসসিরগণের মতে, আল্লাহ তাআলার বাণী فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (৫১:৪)-এর মধ্যে الْمُقَسِّمَاتِ দ্বারা ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে।

[৩৯] বায়দাভী, *আনওয়ারুত তানযীল*, পৃ.-২৭৭।

"শপথ (সেই ফেরেশতাগণের)[৪০], যারা নির্মমভাবে (পাপীদের আত্মা) ছিনিয়ে আনে;...শপথ (সেই ফেরেশতাগণের), যারা (আমার নির্দেশ তামিল করার উদ্দেশ্যে) সাঁতরে বেড়ায়; শপথ (সেই ফেরেশতাগণের), যারা (আমার নির্দেশ পালনে) দ্রুত এগিয়ে চলে; শপথ (সেই ফেরেশতাগণের), যারা (প্রত্যেকটি) কর্ম ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করে।"[৪১]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا-... وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا- فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا- فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا-

"শপথ সেসব (ফেরেশতার)[৪২], যা ক্রমাগতভাবে প্রেরিত হয়; .. শপথ, সেসব (ফেরেশতার), যারা মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়, তারপর তাকে খণ্ড খণ্ড করে আলাদা করে দেয়; অতঃপর শপথ সেসব (ফেরেশতার), যারা মানুষের মনে ওহী সঞ্চার করে।"[৪৩]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে ফেরেশতাগণের বিভিন্ন কর্ম ও দায়িত্ব পালনের কথা জানা যায়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে ফেরেশতাগণের প্রধান প্রধান কয়েকটি দল, কয়েকজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতা এবং তাঁদের কর্ম ও দায়িত্বের বিবরণ তুলে ধরছি :

জিবরীল (আ.) : জিবরীল (আ.) হলেন ফেরেশতাগণের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও তাঁদের সর্দার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা জিবরীল (আ.)-এর বহু সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য ও নামের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, তাঁর একটি নাম হলো—'আর-রূহ'। কোথাও তাঁকে শুধু 'আর-রূহ'[৪৪] নামে, কোথাও 'আর-রূহুল আমীন'[৪৫] নামে, কোথাও আল্লাহ তাআলা তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে 'রূহানা'[৪৬] নামে, আবার কোথাও 'রূহুল কুদ্স'[৪৭] নামে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন—

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ- ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ- مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ-

"নিশ্চয় কুরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত বাণী। তিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট অতি মর্যাদাসম্পন্ন, সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন।"[৪৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর একজন রাসূল, অতি সম্মানিত, শক্তিশালী, তাঁর নিকট অতি মর্যাদাসম্পন্ন, আকাশে সকলের নিকট মান্যবর ও পরম বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[৪০] সাইয়িদুনা ইবনু মাস'উদ, ইবনু আব্বাস (র.), মাসরূক, সা'ঈদ ইবনু জুবাইর ও সুদ্দী (রাহ.) প্রমুখ মুফাসসিরগণের মতে, এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। (ইবনু কাসির, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, খ. ৮, পৃ.-২৯৭)

[৪১] আল-কুরআন, ৭৯ (সূরা আন-নাযি'আত) : ১-৫।

[৪২] মুফাসসিরগণের কারও কারও মতে, এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। (ইবনু কাসির, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, খ. ৮, পৃ.-২৯৭)

[৪৩] আল-কুরআন, ৭৭ (সূরা আল-মুরসালাত) : ১, ৩-৫।

[৪৪] আল-কুরআন, (সূরা আল-কাদ্‌র) : ৪।

[৪৫] আল-কুরআন, (সূরা আশ-শু'আরা) : ১৯৩।

[৪৬] আল-কুরআন, (সূরা মারইয়াম) : ১৭।

[৪৭] আল-কুরআন, (সূরা আন-নাহ্‌ল) : ১০২।

[৪৮] আল-কুরআন, ৮৯ (সূরা আত-তাকভীর) : ১৯-২১।

জিবরীল (আ.)-এর গুরুদায়িত্ব ছিল নবি-রাসূলগণের নিকট ওহী পৌঁছানো। তিনি তাঁদের কাছে আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছে দিতেন; তবে তিনি কেবল তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তিনি তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাও দান করতেন।[৪৯] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর কুরআনের অবতরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ- عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ-

"(হে নবি,) অবশ্যই এ (কুরআন)-টি রব্বুল আলামীনের নাযিল করা (একটি মহাগ্রন্থ), একজন বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরীল আ.) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন, আপনার অন্তরের পর, যাতে আপনি সতর্ককারী (নবি)-দের একজন হতে পারেন।"[৫০]

অন্য একটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন—

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى- ذُو مِرَّةٍ..

"তাঁকে এটা (ওহী) শিক্ষা দান করেছে এমন একজন (ফেরেশতা), যে প্রবল শক্তির অধিকারী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন।"[৫১]

জিবরীল (আ.) ওহী পৌঁছানো ছাড়াও বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করেন। যেমন : তিনি একজন সমরনেতাও। তিনি বদর, উহুদ, আহযাব, বনু কুরাইযা ও হুনাইন প্রভৃতি যুদ্ধে মুমিনদের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি ওই সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতাগণের সর্দার ছিলেন। পবিত্র কুরআন থেকে এও জানা যায় যে, তিনি মারইয়াম (আ.)-এর উদরে সাইয়িদুনা ঈসা (আ)-এর রুহ ফুঁকে দেন[৫২]; কাদরের রাত ফেরেশতাগণের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত লোক সালাত ও যিকরে রত থাকে তাদের জন্য রহমতের দু'আ করেন।[৫৩] কোনো কোনো রিওয়ায়ত থেকে এও জানা যায় যে, তিনি লুত (আ.)-এর কাওমকে ধ্বংস করার দায়িত্ব পালন করেন।

মীকাঈল (আ.) : মীকাঈল (আ.) প্রধান তিনজন ফেরেশতার মধ্যে অন্যতম। তাঁর আলোচনা কুরআন ও হাদিসে এসেছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ, উদ্ভিদ ও ফল-ফসল উৎপাদন প্রভৃতি দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَاِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ-

"যারা আল্লাহ তাআলার শত্রু, শত্রু তাঁর ফেরেশতা ও নবি-রাসূলদের— শত্রু জিবরীল ও মীকাঈলের, (আসলে স্বয়ং) আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন কাফিরদের শত্রু।"[৫৪]

---

[৪৯] যেমন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সালাতের সময়গুলো শিক্ষা দান করেন।

[৫০] আল-কুরআন, ২৬ (সূরা আশ-শু'আরাহ) : ১৯২-৪।

[৫১] আল-কুরআন, ৫৩ (সূরা আন-নাজ্‌ম) : ৫-৬।

[৫২] দ্র. আল-কুরআন, ২১ (সূরা আল-আম্বিয়া) : ৯১; ৬৬ (সূরা আত-তাহরীম) : ১২।

[৫৩] আল-কুরআন, ৯৬ (সূরা আল-কাদর) : ৪-৫।

[৫৪] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ৯৮।

উল্লেখ্য যে, এ আয়াতটি ইহুদিদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়। তারা জিবরীল (আ.)-কে তাদের শত্রুরূপে এবং মীকাঈল (আ.)-কে বন্ধুরূপে জানত। হাদিসে এসেছে, একবার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জানতে চায়, আপনার নিকট ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাটি কে? রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাব দেন, জিবরীল (আ.)। তখন তারা বলে—

جِبْرِيلُ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ عَدُوُّنَا لَوْ قُلْتَ مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ-

"জিবরীল তো তিনিই, যিনি যুদ্ধ, লড়াই ও আজাব নিয়ে অবতরণ করেন। তিনি আমাদের শত্রু। যদি আপনি বলতেন যে, মীকা'ঈল— যিনি রহমত, উদ্ভিদ ও বৃষ্টি নিয়ে অবতরণ করেন—তাহলেই আপনার কথা অবশ্যই স্বীকার্য হতো।"

এরপর উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।[৫৫]

সাইয়িদুনা ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরীল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, عَلَى اَيِّ شَيْءٍ مِيكَائِيلُ؟—"মীকাঈল কীসের দায়িত্বে নিয়োজিত?" তিনি জবাব দেন, عَلَى النَّبَاتِ والقطر—"উদ্ভিদ ও বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত।"[৫৬]

মীকাঈল (আ.)-এর অধীনে অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছেন, যারা তাঁর একান্ত নির্দেশনা অনুসারে কাজ করেন, বাতাস ও মেঘমালা পরিচালনা করেন। এক রিওয়ায়তে এসেছে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটার সাথে এক একজন ফেরেশতা রয়েছেন, যিনি আল্লাহর ইচ্ছানুসারে জমিনে তা যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেন।"[৫৭] তাঁর একান্ত সহযোগীদের মধ্যে রয়েছেন রা'দ (আ.)। তিনি আকাশে মেঘমালা হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত।[৫৮]

ইসরাফীল (আ.) : ইসরাফীল (আ.)-ও একজন প্রধান ফেরেশতা। তাঁর আলোচনা হাদিসে এসেছে। তিনি মহাপ্রলয়ের দিন ও পুনরুত্থানের দিন শিঙায় ফুঁক দেওয়ার গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان-

---

[৫৫] আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদু 'আবদিল্লাহ ইবনি আব্বাস (রা.), হা. নং ২৪৮৩; ইবনু কাসির, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, খ. ১, পৃ.-৩৩৭; বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শু'আইব আল-আরনাউত (রাহ.) বলেন, 'হাদিসের এ অংশটি হাসান'।

[৫৬] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা. নং ১২০৬১; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, হা. নং ১৫৫; এ হাদিসটি সূত্রগত দিক থেকে দা'ঈফ। এ হাদিসের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রাহমান (রাহ.) হলেন একজন দুর্বল রাবী। তাঁর স্মৃতিশক্তি সবল ছিল না।

[৫৭] ইবনু কাসির, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, খ. ৮, পৃ.-৯।

[৫৮] আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদ 'আবদিল্লাহ ইবনি 'আব্বাস রা., হা. নং ২৪৮৩।

"শিঙায় ফুঁকদানে নিয়োজিত ফেরেশতাকে যখন থেকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়, তখন থেকেই অপলক নেত্রে আরশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন—এ আশঙ্কায় যে, তাঁর দৃষ্টি ফেরার আগেই তাঁকে আদেশ দেওয়া হতে পারে। তাঁর চোখদুটি যেন দুটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র।"[৫৯]

ইতঃপূর্বে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে এও জানা যায় যে, ইসরাফীল (আ.) আরশ বহনের দায়িত্বেও নিয়োজিত এবং তাঁর কাঁধের ওপরই আরশ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণের মধ্যে এ তিনজন অন্যান্য সকল ফেরেশতার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ। তাঁদের প্রত্যেকেই প্রাণ ও জীবনী শক্তি সঞ্চারণের দায়িত্ব নিয়োজিত। জিবরীল (আ.) ওহী পৌঁছানোর মাধ্যমে মানুষের মৃতবৎ অন্তরগুলোর মধ্যে প্রাণসঞ্চারণের দায়িত্ব পালন করেন, মীকাঈল (আ.) বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত জমিগুলোকে উর্বর ও জীবন্ত করে তোলার দায়িত্ব পালন করেন আর ইসরাফীল (আ.) কিয়ামতের দিন শিঙায় ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে মানুষের মৃত দেহগুলোর মধ্যে প্রাণসঞ্চারণের দায়িত্ব পালন করবেন।

মালাকুল মাওত : মালাকুল মাওত প্রাণিকুলের জান কবযের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি মৃত্যুর সময় মানুষের জান কবয করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

..وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ-

"তিনি তোমাদের ওপর পাহারাদার (ফেরেশতা) নিযুক্ত করেন। এমনকি (দেখতে দেখতে) তোমাদের কারও যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়। (দায়িত্ব পালনে) তারা কখনো কসুর করে না।"[৬০]

অন্য একটি আয়াতে তিনি বলেন—

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ-

"(হে নবি,) আপনি বলুন, জীবনহরণের ফেরেশতা—যাকে তোমাদের (মৃত্যুর) ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, (অচিরেই) তোমাদের জান কবয করে নেবে। অতঃপর তোমাদের সকলকেই তোমাদের রব্বের দরবারে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।"[৬১]

অনেকেই মনে করেন যে, মীকাঈল (আ.)-এর মতো মালাকুল মাওতের অধীনেও অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁরা সরাসরি জান কবয করেন, এরপর তাঁরা তা মালাকুল মাওতের কাছে সঁপে দেন। কাতাদাহ ও নাখ'ঈ (রহ.) প্রমুখ থেকে এরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। তবে কোনো কোনো রিওয়ায়ত থেকে জানা যায় যে, মালাকুল মাওতই সরাসরি জান কবয করেন।[৬২] এরপর তিনি তা অন্য ফেরেশতাগণের কাছে সঁপে দেন। মুফাসসির কালবী (রহ.) থেকে এরূপ মত বর্ণিত রয়েছে।

---

[৫৯] হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* অধ্যায় : আল-আহওয়াল, হা. নং ৮৬৭৬; হাকিম (রাহ.) বলেন, হাদিসটি সূত্রগত দিক থেকে সহিহ।

[৬০] আল-কুরআন, ৬ (সূরা আল-আন'আম) : ৬১।

[৬১] আল-কুরআন, ৩২ (সূরা আস-সিজদা) : ১১; এ অর্থে পবিত্র কুরআনে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

[৬২] আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা. নং ১৮৫৩৪; ইবনু মান্দাহ, *আল-ঈমান,* হা. নং ১০৬৪।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে কিংবা বিশুদ্ধ কোনো হাদিসে 'মালাকুল মাওত'-এর কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে বিশিষ্ট ইসরাইলিয়্যাত বিশেষজ্ঞ ওয়াহ্‌ব ইবনু মুনাব্বাহ [৩৪-১১৪ হি.] ও আশ'আছ (রহ.) প্রমুখ তাবি'ঈ থেকে বর্ণিত কয়েকটি রিওয়ায়তে তাঁর নাম আযরাঈল এসেছে।[৬৩] এর অর্থ আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা)। পরবর্তীকালে এ নামটিই বহুল খ্যাতি লাভ করে। বিশিষ্ট আলিমগণের মতে, এ রিওয়ায়তগুলো একান্তই ইসরাইলি। তাঁরা ইহুদিদের নিকট থেকে এগুলো গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে একটি মারফু হাদিস থেকে জানা যায় যে, তাঁর নাম হলো ইসমাঈল।[৬৪] তবে এ হাদিসটি সূত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। এ হাদিসের একটি সনদে আবদুল্লাহ ইবনু মাইমুন আল-কাদ্দাহ (রহ.) রয়েছেন, অপর একটি সনদে আল-কাসিম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি উমর (রহ.) রয়েছেন। তাঁরা দুজনই রাবী হিসেবে প্রামাণ্য ব্যক্তি নন।[৬৫]

মালিক (আ.) ও যবানিয়াহ : মালিক (আ.) হলেন জাহান্নামের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর অধীনে রয়েছে বিরাট একটি দল, যারা জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণ ও জাহান্নামবাসীদের আজাবের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। এদেরকে 'খাযানাতু জাহান্নাম' (জাহান্নামের প্রহরীবৃন্দ) ও 'যবানিয়াহ' বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ—"আমিও (তার জন্য আজাবের) ফেরেশতাগণের ডাক দেবো।"[৬৬] এ আয়াতে الزَّبَانِيَةَ বলে জাহান্নামে আজাব দানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে।

রিদওয়ান (আ.) ও খাযানাতুল জান্নাত : রিদওয়ান (আ.) হলেন জান্নাতের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর অধীনে রয়েছে বিরাট একটি দল, যারা জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণ ও জান্নাতবাসীদের পরিচর্যা ও খিদমতের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। এদেরকে 'খাযানাতুল জান্নাত' (জান্নাতের প্রহরীবৃন্দ) বলা হয়।

হামালাতুল আরশ (আরশ বহনকারী) : ফেরেশতাগণের একটি দল মহান আল্লাহর আরশ বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ...

"যেসব (ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার) আরশ বহন করে চলেছে এবং যারা এর চারদিকে (কর্তব্যরত) রয়েছে তারা তাদের রব্বের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে।..."[৬৭]

অন্য একটি আয়াতে তিনি বলেন—

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ-

---

৬৩ আবুশ শাইখ, *আল-'আযমাতু*, রি. নং ৩৯৪, ৪৩৯, ৪৪৩।

৬৪ শাফি'ঈ, *আস-সুনানুল মা'ছূরাহ,* অধ্যায় : সাদাকাতুল ফিত্‌র, হা. নং ৩৭২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং ২৮৯০।

৬৫ হাইছামী, *মাজমা'উয যাওয়ায়িদ,* খ. ৮, পৃ.-৬১০, হা. নং ১৪২৬১; ইবনু আবি হাতিম আর-রাযী, *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল,* খ. ৭, পৃ.-১১২।

৬৬ আল-কুরআন, ৯৬ (সূরা আল-'আলাক) : ১৮।

৬৭ আল-কুরআন, ৪০ (সূরা গাফির) : ৭।

"ফেরেশতাগণ (আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করার জন্য) আকাশের প্রান্তসমূহে অবস্থান করবে, আর (তাদেরই) আটজন ফেরেশতা তোমার আরশের রব্ব তাদের ওপর বহন করে রাখবে।"[৬৮]

হাফাযাহ (হিফাযতকারী) : ফেরেশতাগণের একটি দল আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও ইচ্ছামতো মানুষের পাহারা ও হিফাযত করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের সাথে দুজন ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন। তাঁদের একজন তার সামনে থেকে, অপরজন তার পেছন থেকে তাকে পাহারা দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ-

"মানুষের জন্য তার সামনে ও তার পেছনে একের পর এক (আসা ফেরেশতার) প্রহরী দল নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তাকে হিফাযত করে।"[৬৯]

সাইয়াহূন (পরিভ্রমণকারী) : ফেরেশতাগণের একটি দল জমিনে পরিভ্রমণ করতে থাকেন এবং ইলম ও যিকরের বিভিন্ন হালকায় জমায়েত হয়। তাঁরা পৃথিবীর কোথাও কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সালাত ও সালাম পড়লে তা তাঁর কবর শরীফে পৌঁছে দেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ اُمَّتِي السَّلَامَ-

"পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার ভ্রাম্যমাণ ফেরেশতাগণ রয়েছেন, তাঁরা আমার কাছে আমার উম্মতের সালাম পৌঁছে দেন।"[৭০]

কিরামান কাতিবীন : ফেরেশতাগণের অপর একটি দল মানুষের আমলসমূহ রেকর্ড করার কাজে ব্যাপৃত। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের সাথে তার ভালো-মন্দ আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য দুজন ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন। তাদের একজন তার ডান কাঁধে বসে তার ভালো আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন, আর অপরজন তার বাম কাঁধে বসে তার মন্দ আমলগুলো লিপিবদ্ধ করেন। পবিত্র কুরআনে তাঁদেরকে 'কিরামান কাতিবীন' (সম্মিলিত লেখকগণ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ- كِرَامًا كَاتِبِينَ- يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ-

"তোমাদের ওপর অবশ্যই পাহারাদাররা নিযুক্ত রয়েছে, এরা (হচ্ছে) সম্মানিত লেখক, তারা জানে তোমরা যা কিছু করছ।"[৭১]

অন্যত্র তিনি বলেন—

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ-

---

[৬৮] আল-কুরআন, ৬৯ (সূরা আল-হাক্কাহ) : ১৭।

[৬৯] আল-কুরআন, ১৩ (সূরা আর-রা'দ) : ১১।

[৭০] নাসাঈ, *আস-সুনান,* (কিতাবু সিফাতিস সালাতি), হা. নং ১২৬৫; আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং ৪০৯৩; ইবনু আবি শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.২, পৃ.-৩৯৯।

[৭১] আল-কুরআন, ৮২ (সূরা আল-ইনফিতার) : ১০-১২।

"(উপরন্তু সেখানে) আরও দুজন (ফেরেশতা)—একজন তার ডানে, অপরজন তার বামে বসে (তার প্রতিটি তৎপরতা সংরক্ষণ করার কাজে নিয়োজিত) আছে। সে (মানুষ) যে কথাই উচ্চারণ করে তা সংরক্ষণ করার জন্য একজন সদা সতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে।"[৭২]

মুনকার-নকীর : মুনকার ও নকীর দুজন ফেরেশতার নাম। এঁরা কবরে মৃত ব্যক্তির সওয়াল-জওয়াবের দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁদের প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ..

"মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কালোবর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট দুজন ফেরেশতা কবরে আগমন করে। এদের একজনকে বলা হয় 'মুনকার' আর অপরজনকে বলা হয় 'নকীর'। তাঁরা দুজন (রাসূলুল্লাহ সা.-কে দেখিয়ে) জিজ্ঞেস করবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে ছিলে?..."[৭৩]

মুনকার-নকীর প্রসঙ্গে আরও আলোচনা পরে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

ফেরেশতাগণের অন্যান্য দল ও তাঁদের কর্ম

কুরআন ও হাদিসে ফেরেশতাগণের আরও কিছু দলের কথা জানা যায়, যারা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। যেমন : মাতৃগর্ভে ভ্রূণের রিযক, আমল, আয়ু ও ভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ[৭৪]; পাহাড়-পর্বতের তত্ত্বাবধান[৭৫], আসমানের রক্ষণাবেক্ষণ; বাতাসের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, মুমিনদের সাহায্য-সহযোগিতা; মুমিনদের জন্য দুআ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা[৭৬]; সৎকর্মের প্রেরণা দান[৭৭];...

---

[৭২] আল-কুরআন, ৫০ (সূরা আল-ইনফিতার) : ১৭-৮।

[৭৩] তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-জানা'য়িয, পরিচ্ছেদ : আজাবুল কবর, হা. নং ৭১/১০৭১; ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদিসটি 'হাসান-গরীব'।

[৭৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

وَكَّلَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

"আল্লাহ তাআলা জরায়ুতে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেন। তিনি বলেন, হে রব্ব! এ তো আজও বীর্যের ফোঁটা মাত্র; হে রব্ব! এ তো আজও রক্তপিণ্ড; হে রব্ব! এ তো আজও মাংসপিণ্ড। এরপর যখন আল্লাহ তাআলা একে পরিপূর্ণ সৃষ্টিতে রূপ দিতে চাইবেন, তখন তিনি বলবেন, হে রব্ব! এ কি পুরুষ নাকি নারী? এ কি দুর্ভাগ্যবান নাকি সৌভাগ্যবান? তার রিযক কী? তার আয়ু কী? এরপর তিনি ওই সন্তান তার মায়ের পেটের থাকতেই সবকিছু লিপিবদ্ধ করবেন।" (বুখারি, *আস-সহিহ*, অধ্যায় : আল-কাদর, হা. নং ৮৫/৬২২২)

[৭৫] হাদিসে পাহাড়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণের নামে مَلَكُ الْجِبَالِ এসেছে। (বুখারি, *আস-সহিহ*, অধ্যায় : বাদউল খালক, হা. নং ৭/৩০৫৯; মুসলিম, *আস-সহিহ*, অধ্যায় : আল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হা. নং ৩৯/৪৭৫৪)

[৭৬] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

প্রভৃতি। মোটকথা, জগতের সকল সৃষ্টি যদিও আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত নিয়মের অধীন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই পরিচালিত হয়, তবুও তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য ফেরেশতাগণের আলাদা আলাদা দল নিয়োজিত করেছেন, যাঁরা তাদের মধ্যে তাঁর নির্ধারিত নিয়ম ও নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করেন।

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ- رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

"যেসব (ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার) আরশ বহন করে চলেছে এবং যারা এর চারদিকে (কর্তব্যরত) রয়েছে, তারা তাদের রব্বের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে চলেছে, তারা তাঁর ওপর ঈমান রাখে, তারা ঈমানদের মাগফিরাতের জন্য দুআ করে (তারা বলে), হে আমাদের রব্ব, আপনার অনুগ্রহ ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। সুতরাং সেসব লোককে আপনি ক্ষমা করে দিন, যারা তাওবা করে এবং আপনার (দ্বীনের) পথ অনুসরণ করে, আপনি তাদেরকে জাহান্নামে আজাব থেকে রক্ষা করুন! হে আমাদের রব্ব, আপনি তাদেরকে সেই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন। তাদের পিতা-মাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তাদেরকেও (জান্নাতে প্রবেশ করান)। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রাজ্ঞ। আপনি তাদেরকে (কিয়ামতের দিন) দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করুন! (মূলত) সেদিন আপনি যাকেই দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেবেন, তাকে আপনি (অনেক বেশি) দয়া করবেন। আর এটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড়ো সফলতা।" (আল-কুরআন, ৪০ (সূরা আল-মুমিন) : ৭-৯)

[৭৭] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَاِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَاَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَاِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدْ اللّٰهَ عَوَمَنْ وَجَدَ الْاُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَرَاَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ الْآيَةَ

"আদমসন্তানের অন্তরে শয়তান প্রেরণা সঞ্চার করে, আবার ফেরেশতাও প্রেরণা সঞ্চার করেন। শয়তানের প্রেরণা হলো অশুভ ও অকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান করা এবং সত্যকে অস্বীকার করা। পক্ষান্তরে ফেরেশতার প্রেরণা হলো কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান ও সত্যকে গ্রহণ করে নয়া। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, 'শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং সে (নানাবিধ) অশ্লীল কর্মকাণ্ডের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্যময়, সম্যক অবগত।' (২:২৬৮)"

(তিরমিযী, আস-সুনান, হা. নং ২৯৮৮; ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদিসটি গরীব।)